অল্প বয়সে চাকরি না হয় মানা যায়, তাই বলে বিয়ে! একটু আলাপেই বুঝলাম অল্প বয়সে বিয়ে নিয়ে আমার সমস্যা থাকলেও মীনার নেই। তার লাজুক হাসি আর চোখের তারার ঝিলিক আমাকে সে কথাই স্পষ্ট করছে। মুখে কিছু বললাম না, মনটা একটু খারাপ হলো এই যা!

মীনাকাহিনী

● কেকা অধিকারী

তাজরীন ফ্যাশনস, রানা প্লাজার মতো ঘটনার সময়গুলোতে আমার খুব বেশি করে মীনাকে মনে পড়ে। সময়গুলো এতটাই নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমার আর মীনাকে ভুলে থাকার উপায় থাকে না। সেটা মনে হয় ১৯৯০ বা '৯১। আমরা তখন মিরপুর-২-এ আলভী ভাইদের বাড়িতে ভাড়া থাকি। পাড়ায় কোনো বান্ধবী ছিল না বলে কলেজ থেকে ফিরে আমার খুব নিঃসঙ্গ সময় কাটত। এমন সময় আলভী ভাইদের বাসায় গ্রাম থেকে তাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়া এলেন কিশোরী

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। জানলাম বিধবা আমেনা ফুপু জীবিকার সন্ধানে মেয়ে মীনাকে নিয়ে ঢাকামুখী হয়েছেন।

অল্পদিনেই মীনার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হলো। আমরা প্রায়ই ছাদে গিয়ে গল্প করি। তার মুখেই শুনি হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ায় কীভাবে মীনাদের জীবনে অভাব, হতাশা আর অনিশ্চয়তা জেঁকে বসেছে, কেন তাকে স্কুল ছেড়ে রোজগারে নামতে হচ্ছে। আমার দুশ্চিন্তা ছিল এত কম লেখাপড়া নিয়ে কী চাকরি পাবে মীনা বা আমেনা ফুপু? যে দিন শুনলাম মা-মেয়ে দুজনই মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি পেয়েছেন, মনে হয়েছিল 'যাক্, ভালোই হলো।'

ডিউটি আর ওভারটাইমে ব্যস্ত-ক্লান্ত মীনার সঙ্গে আমার যোগাযোগে ভাটা পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তবে আড্ডা আর জমে না আগের মতো। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় মীনা এলো আমাদের বাসায়। ঘরে অতিথি আছে দেখে সে চলে যাচ্ছিল। আমিই তাকে জোর করে আমার খাটে বসালাম। চোখ পড়ল তার নাকের দিকে। নতুন নাক ফোঁড়ানো, তাতে আবার সোনার নথ! চিকন সোনার তারে দুটি সাদা পাথরের মাঝে একটি লাল পাথর। সামান্য এই অলঙ্কারটির মধ্যেই যেন তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির আভাস মিলল। মাত্র ২-১ মাস কাজ করেই মীনা সোনার নথ বানাতে পেরেছে দেখে খুব ভালো লাগল। কিন্তু তার 'আম্মা বানিয়ে দিয়েছে' কথাটি উচ্চারণের মধ্যে লজ্জা ভাব ফুটে উঠলে আমি অন্য গল্পের ইঙ্গিত পেলাম। চেপে ধরলাম, 'উহু, ঘটনা কী বল।' একটু ইতস্তত করলেও পরে জানালো যে, মা তার বিয়ে ঠিক করেছেন। বিয়ে ঠিক অথচ নাক ফোঁড়ানো নেই সে কী হয়! ফলে একবারে নাক ফুঁড়িয়ে এই সোনার নথ।

অল্প বয়সে চাকরি না হয় মানা যায়, তাই বলে বিয়ে! একটু আলাপেই বুঝলাম অল্প বয়সে বিয়ে নিয়ে আমার সমস্যা থাকলেও মীনার নেই। তার লাজুক হাসি আর চোখের তারার ঝিলিক আমাকে সে কথাই স্পষ্ট করছে। মুখে কিছু বললাম না, মনটা একটু খারাপ হলো এই যা!

এরপর একদিন সকালে আমি দর্জির দোকানে যাচ্ছি। নতুন জামার ভাবনা মাথাজুড়ে। একটু এগোতেই দেখি আমেনা ফুপু হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির দিকে আসছেন। আমাকে পথে পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'মীনাকে বাসায় যেতে দেখেছ?' আমি বললাম 'না'। আমেনা ফুপু একনাগাড়ে বলে গেলেন, 'আমাদের কারখানায় আগুন লেগেছে। সবাই হুড়মুড় করে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। আমিও এসেছি। মীনা অন্য তলায় কাজ করে। বের হওয়ার পর থেকে ওকে খুঁজছি, পাচ্ছি না। কয়েকজন নাকি ভিতরে আটকা পড়েছে, বের হতে পারে নাই। মীনা আবার আটকা পড়ল কিনা...।' উদভ্রান্ত মাকে সান্ত্বনা জানাই আমি, 'চিন্তা করবেন না ফুপু, দেখবেন মীনার কিছু হবে না।' 'খোদা, তা-ই যেন হয়।' বলতে বলতে আমেনা ফুপু ঘরের দিকে ছুটলেন। এরই মধ্যে দেখলাম লোকজন মাথা তুলে আকাশ দেখছে– দূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলি কেবলই উপরে উঠছে। ভয়ংকর দৃশ্য।

আমার সান্ত্বনার বাক্যটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে মীনা সত্যি সত্যিই আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল। ছাই হয়েছিল তার সংসার সৃষ্টির স্বপ্নটিও।

হতভাগীর পোড়া মুখটা আমার আর দেখা হয়নি, দেখা হয়নি নাকে তার সোনার নথটি ছিল কিনা। জানা হয়নি আমেনা ফুপু এরপর কাকে আঁকড়ে কেমন করে বেঁচে ছিলেন। অথবা আদৌ বেশিদিন বেঁচে ছিলেন কিনা। ■